দৈনিক বাংলা

তারিখ ২৯/৬/৮২
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

আদমশুমারির রিপোর্ট

বাংলাদেশের জনসংখ্যা নয় কোটিতে পৌঁছেছে। শনিবার পরিকল্পনা মন্ত্রী ডঃ ফসিহউদ্দীন মাহতাব এক সাংবাদিক সম্মেলনে দ্বিতীয় আদমশুমারির যে প্রাথমিক রিপোর্ট প্রকাশ করেন তাতে এই তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৭৪ সালের পর সাত বছরে দেশে লোকসংখ্যা বেড়েছে প্রায় দেড় কোটি। বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২ দশমিক ৩৬ ভাগ। প্রতি বর্গমাইলে ১৫৬৬ জনের বাস। মাথাপিছু জমির পরিমাণ মাত্র ৩৪ শতাংশ।

আদমশুমারি অর্থাৎ জনসংখ্যা নির্ণয় যেকোন জাতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য সঠিক জনসংখ্যা নির্ণয় এমন একটি অত্যাবশ্যক পদক্ষেপ যার মাধ্যমে আমরা দেশের জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক অবস্থানসহ সর্বমুখী চিত্র লাভ করতে পারি। নারী পুরুষের আনুপাতিক হার, শিক্ষিত, কৃষি ও ব্যবসায়ে নিয়োজিত ব্যক্তি ও বেকারের সংখ্যা ইত্যাদি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন করতে পারি।

এই সব তথ্যের ভিত্তিতেই সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। একথা সহজেই অনুমেয় যে, নির্ভুল জনসংখ্যা ও তাদের চাহিদার নির্ভুল পরিসংখ্যান ছাড়া কোনো পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সেগুলোর সফল বাস্তবায়ন কখনোই সম্ভব নয়। স্বভাবতই সর্বশেষ আদমশুমারি থেকে আমরা এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় তথ্য ও পরিসংখ্যান সংগ্রহ করতে পারি।

আদমশুমারি থেকে যে সব প্রাথমিক তথ্য জানতে পাওয়া গেছে তা অবশ্য তেমন সুখপ্রদ মনে হচ্ছে না। জনসংখ্যা ৯ কোটিতে পৌঁছেছে; প্রতি বর্গমাইলে জনসংখ্যা ১৫৬৬। সম্ভবত এটাই এখন বিশ্বের মাইল প্রতি জনসংখ্যার সর্বোচ্চ রেকর্ড। আমাদের দেশের আয়তনগত ক্ষুদ্রতার পরিপ্রেক্ষিতে এই জনসংখ্যা সুবিশাল। আমাদের সম্পদের সামান্যতার পরিপ্রেক্ষিতে জনসংখ্যার এই বিস্ফোরণ রীতিমতো অস্বস্তিকর। মাথাপিছু জমির পরিমাণ নেমে এসেছে মাত্র ৩৪ শতাংশে। '৭৪-এর আগেও যা ছিল ৪৭ শতাংশ।

এই বিশাল জনগোষ্ঠীর চাহিদার চাপ পূরণ করা — সে অনেকটা পঙ্গুর গিরিলংঘন প্রয়াসের শামিল। অথচ আলোচ্য সময়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার খানিকটা হ্রাস পেয়েছে। '৭৪-এর আগে এই হার ছিল শতকরা ২ দশমিক ৭০। এখন শতকরা ২ দশমিক ৩৬। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে জনসংখ্যার হার খানিকটা নামানো গেছে। এর কৃতিত্ব যাদের তারা ধন্যবাদার্হ। কিন্তু হারের এই যৎসামান্য হ্রাস যথেষ্ট নয়। কেননা, এই হার যদি বজায় থাকে তাহলেও আগামী দশ বছরে জনসংখ্যা আরো তিন কোটি বাড়বে। সুতরাং জনসংখ্যার বিস্ফোরণ যাতে অব্যাহত না থাকে তার জন্য আরো নিষ্ঠাবান হতে হবে।

আলোচ্য আদমশুমারিতে গ্রামের সংখ্যা নিয়ে খানিকটা ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ ঘটেছে। দেখা যাচ্ছে আগের চাইতে গ্রামের সংখ্যা কমেছে। মন্ত্রী বলেছেন, গ্রামের সঠিক সংজ্ঞা নির্ধারণকালে সমস্যাই এর কারণ। যাই হোক, এব্যাপারে কোনো বিভ্রান্তি সৃষ্টি হোক তা কাম্য নয়। সেই কারণে গ্রামের সঠিক সংজ্ঞা নিরূপণের একটা ব্যবস্থা করা দরকার।

আদমশুমারির মূল লক্ষ্যটা মনে রাখা প্রত্যেকেরই কর্তব্য। উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের ও বাস্তবায়নের জন্য সঠিক জনসংখ্যা ও তাদের অবস্থা নির্ণয়ের জন্যই আদমশুমারি। দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণেতাদের এই কথা স্মরণ রেখেই ভবিষ্যৎ কর্তব্য নিরূপণ করতে হবে।